যুগান্তর

তারিখ ... 24 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষকরাই সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলের আন্দোলনে অভিভাবকদের ইন্ধন জোগাচ্ছেন

সংবাদ সম্মেলনে অভিভাবকদের তথ্য

যুগান্তর রিপোর্ট

মাধ্যমিক স্তরে সরকার প্রবর্তিত সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে অভিভাবকদের গড়ে তোলা আন্দোলন একশ্রেণীর শিক্ষকের ইন্ধনেই চলছে। শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে অভিভাবকরা এ তথ্য জানিয়ে বলেন, শিক্ষকরা যদি ক্লাসে ঠিকমতো পড়াতেন, তাহলে তারা এ পদ্ধতি সাদরে গ্রহণ করতেন। পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নও হতো। কিন্তু যে কোচিং-টিউশনি ও প্রাইভেট প্রথা বন্ধের লক্ষ্যে এ পদ্ধতি চালু করা হয়, সেই কুপ্রথার চর্চা ও অভিশাপ বরং আরও বেড়েছে। সন্তানদের এখন একরকম স্কুল শিক্ষকদের বাড়িতেই থাকতে হয়। অভিভাবকরা বলেছেন, এ অবস্থায় সরকারের উচিত হবে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে পদ্ধতিটির বাস্তবায়ন, যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝে উঠতে পারে এবং প্রস্তুতি নিতে পারে অথবা শিক্ষকদের ক্লাসে নিয়মিত ও সঠিকভাবে পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় তারা সরকারের সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানবেন না। প্রয়োজনে ২০১১ সালের এসএসসি পরীক্ষা বর্জনসহ কঠোর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়ে বলেন, সারাদেশের ১০ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেবেন না তারা। দাবি আদায়ে ৬ জুন শিক্ষাভবনে অবস্থান কর্মসূচি ও মহাসমাবেশেরও ঘোষণা দেন অভিভাবকরা। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য

ইন্ধন : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

ইন্ধন : পরীক্ষা বাতিলের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পাঠ করেন অভিভাবক সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশের মিডিয়া কমিটির প্রধান মাহবুবুল আলম। এ সময় কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক জেয়ারেতউল্লাহ পাটোয়ারী, সদস্য সচিব নিশা সুলতানা, যুগ্ম আহ্বায়ক খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আবু তালেব দোলন, খলিলুর রহমান কাদরী, লোপা সরকার, রেহানা সরকার, এসকে মজুমদার, আবদুল মোতালেব প্রমুখ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে অভিভাবকরা ২০১১ সালে শুধু বাংলা এবং ধর্মে সীমিত আকারে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পদ্ধতি চালু রাখার দাবি জানান। পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বলেন। তারা বলেন, প্রতি বছর দু'একটি করে বিষয়ে পর্যায়ক্রমে এ পদ্ধতি চালু করলে তা ফলপ্রসূ হবে। আর ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্তটি কার্যকর করতে হবে। অনেক স্কুলেই পদ্ধতিটি কার্যকর নয়।

অভিভাবকরা আরও অভিযোগ করেন, শিক্ষকরা ক্লাসে ঠিকমতো পড়ান না। যদি ঠিকমতো পাঠদান হতো, তবে এ ভালো পদ্ধতিটি সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হতো। এক অভিভাবক বলেন, তার মেয়ে নবম শ্রেণীতে পড়ে। প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় মেয়ের স্কুলের ছাত্রীরা প্রশ্ন দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। তা ক্লাসে পড়ানো হয়নি। যে কারণে ছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিল পর্যন্ত করতে হয়েছে। অভিভাবকরা বলেন, যদি ক্লাসে ঠিকমতো পড়ানো হয়, আর গাইড-নোট না দেখে বই থেকে প্রশ্ন করা হয়, তবে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা অবশ্যই সৃষ্টি হবে। কিন্তু ক্লাসে শিক্ষকের ফাঁকিবাজি আর আগের স্টাইলে 'অমুক পৃষ্ঠাগুলো' পড়ে আসবে'র রীতি অব্যাহত রয়েছে। অভিভাবকদের দাবি, এ বাস্তব অবস্থায় এদেশে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু সম্ভব নয়। এ সময় অভিভাবকরা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা ও অসম্পূর্ণতা এবং বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থার দুর্বলতার চিত্র তুলে ধরে বলেন, ২ লাখ ৩৯ হাজার শিক্ষকের মধ্যে মাত্র অর্ধেকের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। শিক্ষকরা পদ্ধতিটি বোঝেন না বলে অভিভাবকদের তারা (শিক্ষক) জানিয়ে থাকে। আর শিক্ষকদের ফাঁকিবাজি ধরার জন্য টিওসহ যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তারা ঠিকমতো কাজ করলে অবস্থার উন্নতি হতো। এক প্রশ্নের জবাবে অভিভাবকরা জানান, চাকরি হারার ভয়ে শিক্ষকরা সরাসরি আন্দোলনে নামতে পারছেন না।